দৈনিক খবর

তারিখ 1 SEP 1988
পৃষ্ঠা ১ কলাম ১

2-9-৩

আইসিটিভিটিআর-এ সমাবর্তন অনুষ্ঠানে এরশাদ

কেন্দ্রটি ইসলামী প্রযুক্তির প্রতিষ্ঠান হিসেবে অব্যাহত অবদান রেখে যাবে

জয়দেবপুর (ঢাকা), ৩১শে আগস্ট (বাসস)।– রাষ্ট্রপতি এরশাদ আজ আশা প্রকাশ করেন যে, ইসলামী কারিগরি ও বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ ও গবেষণা সংক্রান্ত কেন্দ্র (আইসিটিভিটিআর) মুসলিম উম্মাহর সেবার লক্ষ্যে ও ইসলামী প্রযুক্তির প্রতিষ্ঠান হিসেবে প্রকৃত উন্নয়নে অব্যাহত অবদান রেখে যাবে।

আইসিটিভিটিআর–এর তৃতীয় সমাবর্তন অনুষ্ঠানে বক্তৃতাকালে রাষ্ট্রপতি এরশাদ ওআইসি'র সদস্য দেশগুলোর প্রতি তাদের সমর্থন অব্যাহত রাখা এবং কেন্দ্রটির কার্যক্রমের সীমা বিস্তৃত করার লক্ষ্যে এটিকে সক্ষম করে তোলার

শেষ পৃষ্ঠায় ১ম কলামে

কেন্দ্রটি ইসলামী প্রযুক্তির

প্রথম পৃষ্ঠার পর

ক্ষেত্রে তাদের অবদান নিয়ে এগিয়ে আসার আহবান জানান।

রাষ্ট্রপতি এরশাদ স্বাগতিক বাংলাদেশসহ এগারটি মুসলিম দেশের ৪৮ জন ছাত্রকে সনদ প্রদান করেন। এসব ছাত্ররা কেন্দ্রটির বিভিন্ন শাখা থেকে মাস্টার্স ও ডিপ্লোমা কোর্স সম্পন্ন করেছে।

কেন্দ্রটির মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত সমাবর্তন অনুষ্ঠানে ওআইসি'র সফররত মহাসচিব ডঃ হামিদ আল– জাবিদ, শিক্ষামন্ত্রী শেখ মহিদুল ইসলাম ও আইসিটিভিটিরআর–এর পরিচালক অধ্যাপক এ এম পাটোয়ারীও বক্তৃতা করেন। প্রধানমন্ত্রী কাজী জাফর আহমদ, মন্ত্রীবর্গ, উধ্বর্তন কর্মকর্তাগণ, কূটনৈতিক মিশনের সদস্যগণ ও শিক্ষাবিদগণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

সদ্য গ্রাজুয়েটেরা জর্দান, পাকিস্তান, তিউনিসিয়া, প্যালেস্টাইন, সোমালিয়া, মালদ্বীপ, মালয়েশিয়া, সুদান সিয়েরা লিওয়ান, গাম্বিয়া ও বাংলাদেশের ছাত্র।

রাষ্ট্রপতি এরশাদ বলেন, আইসিটিভিআর যৌথ ইসলামী পদক্ষেপের একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত এবং এ ধরনের একটি প্রতিষ্ঠানের স্থান হিসেবে বাংলাদেশকে পছন্দ করা অত্যন্ত গর্ব ও সম্মানের ব্যাপার।

রাষ্ট্রপতি বলেন, আইসিটিভিটি আর এমন একটি প্রতিষ্ঠান যা তার মহান লক্ষ্য বেছে নিয়েছে এবং এর লক্ষ্য হচ্ছে শিক্ষিত ও প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত প্রকৌশলী ও কারিগর তৈরী করা, যারা ইসলামী উম্মাহ ও তাদের নিজ দেশের কারিগরী উন্নয়নেঅবদানরাখতেপারবে।

রাষ্ট্রপতি এরশাদ আশা প্রকাশ করেন যে, আইসিটিভিটি আর–এর গ্রাজুয়েটেরা তাদের নিজ নিজ দেশের কারিগরি উন্নয়নে নেতৃত্ব দেবে। তিনি বলেন, আমি সেদিনের দিকে চেয়ে আছি যখন আইসিটিভিটিআর–এর গ্র্যাজুয়েটেরা বিশ্বব্যাপী যোগসূত্র স্থাপন করবে যা মুসলিম দেশগুলোকে ঘনিষ্ঠ এবং ইসলামী উম্মাহর ঐক্য জোরদার করবে।

বৈজ্ঞানিক ও কারিগরী ক্ষেত্রে মুসলমানদের অতীত গৌরবের কথা স্মরণ করে রাষ্ট্রপতি এরশাদ বলেন, অন্ধকার দিনগুলোতে ইবনে সিনা, ইবনে খালদুন, আবু রুশদ ও আল ফারাবির মত ইসলামী পন্ডিতরা কেবল জ্ঞানের অলোকবর্তিকাই জ্বালাননি তা উজ্জ্বলভাবে বিকশিতওকরেছেন।

তিনি বলেন, পাশ্চাত্যের শিল্প বিপ্লব ইসলামী পন্ডিত, বিজ্ঞানী, চিকিৎসক, জ্যোতির্বিদ, গণিতজ্ঞ, শিল্পী ও লেখকদের অবদান ছাড়া সম্ভব হত না।

রাষ্ট্রপতি এরশাদ বলেন, অতীত ও বর্তমানের মধ্যে একটি সময় ছিল যখন আমরা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিকে উপেক্ষা করেছি এবং পেছনে পড়ে গেছি। তিনি বলেন,আমরা এ ফারাক পূরণের লক্ষ্যে আমাদের পদক্ষেপ এখন অবশ্যই দ্রুততর করব।

রাষ্ট্রপতি বলেন, সৌভাগ্যবশতঃ আমরা গোটা বিশ্বে একটি ইসলামী পুনর্জাগরণ প্রত্যক্ষ করছি। তিনি বলেন, ওআইসি ও তার বিভিন্ন অঙ্গ সংস্থা স্থাপন অতীত গৌরব পুনরুদ্ধারের লক্ষ্যে মুসলমানদের প্রথম বলিষ্ঠ পদক্ষেপ।

রাষ্ট্রপতি এরশাদ বলেন, তিনি এটি জেনে খুবই আনন্দিত যে, পররাষ্ট্রমন্ত্রীদের অষ্টাদশ ইসলামী সম্মেলনে আইসিটিভিটি আর'কে আপগ্রেড ও মুসলিম দেশগুলোর পরিবর্তনশীল প্রকৌশল ও প্রযুক্তিগত চাহিদা মেটানোর লক্ষ্যে এর প্রশিক্ষণ কর্মসূচী জোরদারের আহবানজানানো হয়েছে।

এর আগে রাষ্ট্রপতি জয়দেবপুর যাওয়ার পথে রাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে থাকা শিশু ও ছাত্রসহ জনগণ তাকে শুভেচ্ছা জানায়।